২১শে দক্ষিণ দিনাজপুর সফরে মুখ্যমন্ত্রী

বুনিয়াদপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করতে দক্ষিণ দিনাজপুরে আসছেন। মঙ্গলবার নদিয়ার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় গঙ্গারামপুর ও বংশীহারী ব্লক প্রশাসনে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী বুনিয়াদপুরে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। তবে মহকুমাশাসক দেবাঞ্জন রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করতে আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুরে আসছেন। তবে কোথায় প্রশাসনিক বৈঠক করবেন, তা বলতে পারব না। এই বিষয়ে সরকারি কোনো নির্দেশ আসেনি। তবে আমরা প্রস্তুতি শুরু করেছি।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শনে মহকুমাশাসক

বংশীহারী, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বংশীহারী ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির কাজকর্ম পরিদর্শনে বের হলেন গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসক দেবাঞ্জন রায়। মঙ্গলবার তিনি দুটি কেন্দ্রে গিয়ে সেখানকার পরিকাঠামো এবং পরিসেবা খতিয়ে দেখেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে শিশু ও মায়েরা যাতে পর্যাপ্ত পরিসেবা পায় তা দেখার জন্য নির্দেশ দেন কর্মীদের।

প্রাক্ প্রাথমিকস্তরে শিক্ষাদানের জন্য সারা রাজ্যে প্রায় কয়েক হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। সেখান থেকে শিক্ষার পাশাপাশি পুষ্টিকর খাওয়ার ও স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রসূতি মায়েদেরকেও পুষ্টিকর খাওয়ার ও স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়া হয়ে থাকে। বংশীহারী ব্লকের বেশ কিছু কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত পরিসেবা মিলছে না বলে অভিযোগ। এর পরিপ্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার পরিদর্শনে বের হন গঙ্গারামপুরের মহকুমাশাসক। এদিন তিনি ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙাপুকুর এবং মহুগ্রাম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যান। কেন্দ্র দুটির খাবারের মান বজায় রাখার পাশাপাশি সঠিক সময়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার জন্য কর্মী ও সহায়িকাদের নির্দেশ দেন।

মহকুমাশাসক দেবাঞ্জন রায় বলেন, আমার কাছে খবর এসেছে যে কিছু অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা নির্দিষ্ট সময়ে কেন্দ্রে হাজির হন না। অনেকেই আবার নির্দিষ্ট সময়ের আগে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। এছাড়াও যে খাবার শিশু ও মায়েদের দেওয়া হচ্ছে তার মান ভালো নয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই দুটি কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে। আগামীতে ব্লকের অন্যান্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিও আচমকা পরিদর্শন করা হবে।

তৃণমূলের পথসভা

কুশমণ্ডি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুশমণ্ডির প্রতিটি পঞ্চায়েতের দখল নেবে তৃণমূল। বিরোধীরা একটিও আসন পাওয়ার জায়গা নেই। মঙ্গলবার সিংতোর গ্রামে দলীয় এক পথসভায় এই কথা বলেন দক্ষিণ দিনাজপুর তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুনির্মলজ্যোতি বিশ্বাস। তিনি বলেন, ৮টি পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ পঞ্চায়েত সদস্য হয় আমাদের প্রতীকে জিতেছিলেন, নয়তো পরে তৃণমূলের উন্নয়নে শামিল হয়ে দলবদল করে তাঁদের দলে এসেছেন। সেদিকে লক্ষ রেখে আগামীতে একটি আসনও বিরোধীরা যাতে না পায় তার জন্য কর্মীদের এখনই পঞ্চায়েত ভোটের কাজ শুরু করতে বলেন তিনি। তিনি দাবি করেন, আজ ওই সভায় বেশকিছু বর্ষীয়ান সিপিএম সমর্থক তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। যদিও তাঁর দাবিকে মানতে চাননি সিপিএমের এরিয়া কমিটির সদস্য আলতাপ হোসেন। তিনি বলেন, যাঁরা আজ দলবদল করেছেন বলে বলা হচ্ছে, তাঁরা আগেই চলে গেছেন।

–সংবাদ নিউজ সার্ভিস

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর তৈরি করে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কাজের গতি কি বেড়েছে ?

SMS করুন।
আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন **YES** বা **NO** পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম বেড়ে যাওয়ার পিছনে কি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদেশনীতি দায়ী?

হ্যাঁ	না
৩৪%	৬৬%

দিনের কথা

উন্নয়ন কী করে করতে হয়
মোদি আমার কাছে শিখুন।

–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
(নদিয়ায় দলীয় জনসভায়)

মঙ্গলবার সকালেও বারোকোণা গ্রামে পড়ে রয়েছে বন্দনার পুড়ে যাওয়ার চিহ্ন।– পঙ্কজ ঘোষ

আত্মহত্যায় প্ররোচনার দায়ে ধৃত স্বামী, শ্বশুর–শাশুড়ি

গাজোলে আগুনে পুড়ে মৃত্যু গৃহবধূর

গাজোল, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল গাজোলে। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই বধূর নাম বন্দনা রায় মণ্ডল (২৮)। বন্দনার পরিবারের দাবি, শ্বশুরবাড়ির চাহিদামতো টাকা জোগাড় করে না আনতে পারায় তাঁর ওপর চলত অত্যাচার। গতকাল সেই অত্যাচার চরমে ওঠে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ওই গৃহবধূ। এরপরই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা আটক করে রাখে অভিযুক্তদের। পরে তাদের তুলে দেয় পুলিশের হাতে। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে গাজোল থানার পুলিশ। এদিন ধৃতদের আদালতে তোলা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় বছর দশেক আগে গাজোলের পাণ্ডুয়া অঞ্চলের বারোকোণা গ্রামের যুবক বিনয় মণ্ডল (৩২)–এর সঙ্গে বিয়ে হয় পাশের গ্রাম চিৎকুলের বাসিন্দা বন্দনা রায় (মণ্ডল) (২৮)–এর। বন্দনার বাবা এবং গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন, জামাই বিনয় ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে। কৃষ্ণা এবং মনীষা নামে তাঁদের দুটি মেয়েও রয়েছে। বিয়ের সময় সাধ্যমতো টাকাপয়সা এবং জিনিসপত্র দেওয়াও হয়েছিল। কিন্তু সংসার চালানোর জন্য কোনো টাকাপয়সা বিনয় বন্দনাকে দিত না। সবকিছু তার মায়ের হাতে দিত। বাপের বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে কোনোরকমে সংসার চালাত বন্দনা। এরই মধ্যে বারকয়েক মোটা অঙ্কের টাকা বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য তাঁর ওপর মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার চালাত শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। বিষয়টি নিয়ে গত ১০ অক্টোবর গাজোল থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। পাড়াতেও সালিশি সভা হয়েছিল। কিন্তু শোধরায়নি ওই পরিবার।

এছাড়াও পরিবারের লোকজন অভিযোগ করে, বন্দনা টাকাপয়সা জোগাড় করতে না পারায় বিনয়ের আবার বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে তার পরিবার। গতকাল ওই মেয়েটিকে ঘরে আনার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী বিকেল ৪টে নাগাদ বন্দনাকে মারধর করে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে ঘরে তালা মেরে দেয় শ্বশুর যোগেশ মণ্ডল। এরপরই গ্রামবাসীরা সিদ্ধান্ত নেয়, মঙ্গলবার সকালে আলোচনায় বসা হবে। কিন্তু রাত প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ তারা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বন্দনাকে দেখতে পায়।

গ্রামবাসী পরিতোষ মণ্ডল, মাখন মণ্ডল, বিন্দুরানি মণ্ডলরা জানান, বন্দনার চিৎকার শুনে দৌড়ে এসে দেখি দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। কোনোরকমে চট দিয়ে আগুন নেভানো হলেও বাঁচানো যায়নি বন্দনাকে। ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা শ্বশুরবাড়ির লোকেদের আটকে রেখে খবর দেয় গাজোল থানায়। পুলিশ এসে অভিযুক্তদের আটক করে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় গাজোল থানায়। এদিন বন্দনার বাবা সুশান্ত রায় জামাই বিনয় মণ্ডল (৩২), শ্বশুর যোগেশ মণ্ডল (৫৫) এবং শ্বাশুড়ি শোভারানি মণ্ডল (৪৬) এর নামে গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ৪৯৮(এ)–৩০৬–৩৪ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারও করা হয়েছে।

আইআইটিতে চাষের প্রশিক্ষণ নেবেন গঙ্গারামপুরের যুবক

বালুরঘাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শেডনেট (জালের ছাউনি), পলিহাউস, গ্রিন হাউস ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় জেলায় চাষবাসে উদ্যোগী জেলা উদ্যানপালন দপ্তর। পান, ফুল, ফলের মতো নানা গুরুত্বপূর্ণ চাষের ক্ষেত্রে প্রকৃতির ওপর ভরসা না রেখে উন্নত উপায়ে চাষবাসে কৃষকদের উৎসাহিত করবে এই দপ্তর। প্রায় ১০০ কৃষককে এই পরিকাঠামো গড়ে দেওয়ারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামো গড়া বাবদ প্রায় দশ লক্ষ টাকার প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি এই কারিগরি প্রথায় প্রশিক্ষিত করতে জেলার একজন শিক্ষক কৃষককে খড়গপুর আইআইটিতে ট্রেনিং নিতে পাঠানো হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগেই গঙ্গারামপুরের দক্ষিণ বেলবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা গ্র্যাজুয়েট যুবক রজনী রায় ওই আবাসিক ট্রেনিং নিতে খড়গপুরে যাচ্ছেন। তিনি ফিরে এসে আধুনিকমানের পদ্ধতিতে চাষবাস করতে বা করাতে সহায়তা করবেন।

উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, জেলা জুড়ে নানা ধরনের ফুল, ফল, পেঁয়াজ, পেঁপে, মশলা ইত্যাদির চাষাবাসের ক্ষেত্র বাড়াবার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে প্রশাসন। তবে পাশাপাশি ফলনগুলিকে সুরক্ষিত রাখার ওপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। পলিহাউস, গ্রিন হাউস ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘অফ সিজিনেও’ নানারকম ফসল, ফুল, ফল চাষে সুবিধা পাবে কৃষকরা। যেমন জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমার নানা এলাকায় বর্তমানে ব্যাপক পান চাষ হয় পুরোনো পদ্ধতিতে। শীত, বর্ষাতে পানের বরজগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানের রোগও দেখা দেয়। কিন্তু এবারে জাল ছাউনি পদ্ধতিতে পান চাষে উৎসাহিত করা শুরু হয়েছে। জালের ছাউনির ভেতরে থাকা বরজগুলিতে পানের ফলন উন্নতমানের হবে। এতে চাষিরাও ব্যাপক লাভের মুখ দেখবেন।

এছাড়াও এবারে জাতীয় বাঁশ মিশনের তরফে বাঁশগাছের নার্সারি চালু ও পুরোনো বাঁশঝাড়ের পরিচর্যা ও রোগ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। জেলায় তিনটি মহিলা স্বনির্ভর দলকে দিয়ে নার্সারি ও চারটি পুরুষ স্বনির্ভর দলকে দিয়ে বাঁশগাছের নার্সারি চালু করা হবে। প্রতিটি দলের জন্য প্রায় সাত হাজার টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও পুরোনো বাঁশঝাড়েরও পরিচর্যায় উৎসাহিত করা হচ্ছে কৃষকদের। জেলায় ২২৫ জন কৃষককে চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাদের প্রত্যেককে প্রতি বিঘা অনুযায়ী প্রায় ১১০০ করে টাকা দেওয়া হবে বাঁশগাছের পরিচর্যার জন্য। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আরো ২০০ টাকা করে দেওয়া হবে।

পতিরামে জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পতিরাম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে জমজমাট হয়ে উঠল পতিরাম সাংস্কৃতিক মঞ্চ। পতিরাম মনোরমাপল্লি পাঠাগারে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান। সোমবার সন্ধ্যা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সংস্কৃতিপ্রিয় মানুষজনের আগমনে প্রশান্তির পরশ লাগে প্রাণে। কবিতা, গান, আলোচনা এবং অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে সুন্দরভাবে অতিবাহিত হয় সোমবারের এই সান্ধ্য আয়োজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পতিরাম সাংস্কৃতিক মঞ্চের কর্মকর্তা রতনকুমার ঝা, বিশ্বজিৎ প্রামাণিক, মানিক দাস, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিনয়কুমার সাহা, বিশ্বনাথ পাল, উর্মিলা মণ্ডল, পার্থ চ্যাটার্জি প্রমুখ।

সভার শুরুতেই সংগীতের মাধ্যমে সকলকে বরণ করে নেওয়া হয়। পরে একক সংগীত পরিবেশন করেন বিদ্যুৎবিহারী সরকার, নির্মালী চক্রবর্তী, অনন্যা চৌধুরি প্রমুখ। শিক্ষার প্রয়োজন বিষয়ক ছোটো নাটকে অভিনয় করেন অভিজ্ঞ দুই নাট্য শিল্পী নিতাই সরকার ও স্বরূপ মুখার্জি। রচনা ও পরিচালকের ভূমিকায় ছিলেন সংস্থার সভাপতি ও নাট্য ব্যক্তিত্ব রতনকুমার ঝা। এছাড়া সৌরভ চক্রবর্তীর নাট্য সংলাপ পরিবেশন, সংস্থার সদস্যদের গঠনমূলক আলোচনা ও সুনিশ্চিত প্রস্তাব বার্ষিক সাধারণ সভাকে সমৃদ্ধ করে।

পথ দেখাল সুনীতিবালা সদর গার্লস

অন্যান্য স্কুলেও মেডিকেল ইউনিট খোলার উদ্যোগ

দিব্যেন্দু সিনহা ● জলপাইগুড়ি

১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ছাত্রী, শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের আপদকালীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে পথ দেখাচ্ছে জলপাইগুড়ি শহরের সুনীতিবালা সদর গার্লস উচ্চবিদ্যালয়। তাদের দেখানো পথেই এবার সরকারি হাসপাতালের কাছে মেডিকেল ইউনিট খোলার জন্য সাহায্য চাইছে জলপাইগুড়ি শহরের একাধিক নামি স্কুল। এমনকি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকও স্কুলগুলিকে চিঠি দিচ্ছেন সুনীতিবালা সদর গার্লসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মেডিকেল ইউনিট খোলার উদ্যোগ নিতে। এদিন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওই মেডিকেল ইউনিটের উদ্‌বোধন করেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি। এদিন মেডিকেল ইউনিট উদ্‌বোধনের পরে বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন উপস্থিত অভ্যাগতরা।

এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুনীতিবালা সদর গার্লস উচ্চবিদ্যালয়ের, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কলকাতার একটি স্কুলে এক ছাত্রের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ওই ছাত্রের। কলকাতার পরে এই ধরনের ঘটনা যাতে অন্য কোনো বিদ্যালয়ে না ঘটে এবং ছাত্রী, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা বিদ্যালয় চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের যাতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যায়, তা চিন্তা করেই বেসরকারি নার্সিংহোমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই মেডিকেল ইউনিট চালু করা হল। ইউনিটে ৩–৪টি বেড, ২টি অক্সিজেন সিলিন্ডার, গ্লুকোমিটার, প্রেসার মাপার যন্ত্র জীবনদায়ী ওষুধ রাখা হচ্ছে। সবথেকে বড়ো কথা ইউনিটে একজন প্রশিক্ষিত নার্স থাকবেন। ওই নার্সের সঙ্গে দুজন চিকিৎসকের সবসময় যোগাযোগ থাকবে। কেউ অসুস্থ হলে নার্স দ্রুত যোগাযোগ করবেন কোনো চিকিৎসকের সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শমতো প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হবে। এরপর চিকিৎসক এসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

সুনীতিবালা সদর গার্লস স্কুলের মেডিকেল ইউনিট চালুর বিষয়কে অভিনব বলে স্বাগত জানিয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের একাধিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, ওই স্কুলে মেডিকেল ইউনিট খোলার বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য স্কুলও ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের স্বার্থে এই ধরনের মেডিকেল ইউনিট খোলার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোদ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বপন সামন্ত। তিনি জানিয়েছেন, জেলার অন্যান্য বিদ্যালয়ে যাতে এই মেডিকেল ইউনিট খোলা হয় তার জন্য স্কুলগুলিতে তিনি চিঠি করবেন। এর জন্য প্রয়োজনে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। এদিন সুনীতিবালা সদর গার্লসে অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতাল সুপার গয়ারাম নস্কর, সরকারি আইনজীবী প্রদীপ চ্যাটার্জি, পদ্মশ্রী করিমুল হক, ডা. প্রদীপকুমার বর্মা, ডা. সুমন্ত্র মুখার্জি, ডা. দুলাল গোপ, জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সাগরিকা দত্ত, জেলা উচ্চবিদ্যালয় পরিদর্শক স্বপন সামন্ত সহ অন্যরা। অনুষ্ঠান শেষে রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বলেন, ‘সদর গার্লসের পক্ষ থেকে অভিনব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হল। আমাদের স্কুলে একটি হস্টেল রয়েছে। ছাত্রীরা যখন তখন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এই ইউনিট যাতে আমার বিদ্যালয়ে খোলা যায় এবার সেই চেষ্টা করব। তবে যেহেতু সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন আমাদের বিদ্যালয়, সেই কারণে এই বিষয়ে জেলাশাসকের সঙ্গে আগে কথা বলব।’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলেও জলপাইগুড়ি শহরের ফনীন্দ্রদেব উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ গুহ বলেন, ‘খুব ভালো উদ্যোগ। এইভাবে আমাদের বিদ্যালয়েও যাতে একটি ইউনিট খোলা যায় তার জন্য মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে চিঠি দেব। সরকারিভাবে না হলেও বেসরকারি নার্সিংহোমের সঙ্গে কথা বলে যৌথ উদ্যোগে বিদ্যালয়ে মেডিকেল ইউনিট খোলার চেষ্টা করা হবে।’

বাড়বে উষ্ণতা

পতিরাম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শীত বিদায় নিতে না নিতেই এসে হাজির গরম। ১৪–১৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৮–৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। অর্থাৎ গরম অনুভব করবেন দুই জেলার আমজনতাই। আবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও বেশ খানিকটাই ঊর্ধ্বমুখী। ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই দুই জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকার কথা ১৩–১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। তবে আগামী ৫ দিন বৃষ্টিপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও কৃষি পরামর্শদান কেন্দ্র থেকে দুই জেলার জন্য আবহাওয়ার এই পূর্বাভাসই জানানো হয়েছে। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি আকাশ মেঘলা, ১৫ তারিখ প্রধানত পরিষ্কার এবং ১৬–১৮ তারিখ দুই জেলায় পরিষ্কার আকাশ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ৩–৯ কিলোমিটার বেগে প্রতি ঘণ্টায় ঠান্ডা বায়ু প্রবাহের পূর্বাভাসও রয়েছে। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুরের ও মালদার তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ১৪.৫ ডিগ্রি ও ২৫.৮ ডিগ্রি এবং ১৬.৬ ডিগ্রি ও ২৮.৪ ডিগ্রি।

শুরু শিব মেলা

কুশমণ্ডি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কুশমণ্ডি ব্লকের ঐতিহ্যবাহী নড়বরিয়া শিব মেলা উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার ভরে গেল মেলা প্রাঙ্গণ। বিকেল পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গেছে, ইতিমধ্যে কয়েক হাজার ভক্ত এসেছেন নড়বরিয়া শিবমন্দির প্রাঙ্গণে। উদ্যোক্তা ইসমান মুর্মু জানান, আজ সারা রাত ধরে মন্দির ফুল দিয়ে সাজানো হবে। ভোর থেকে মানুষ শিবের মাথায় জল ঢালবেন।

জঙ্গি ঘোষণা

প্রথম পাতার পর

রয়েছে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ)–এর বৈঠক। তিনদিনের ওই বৈঠক আগামী রবিবার শুরু হচ্ছে। ওই বৈঠকে পাকিস্তান ‘গ্রে লিস্টেড’ হিসেবে চিহ্নিত হলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়বে ওই দেশ। ব্যাহত হবে বিদেশি লগ্নি। বাণিজ্যিক ঋণ পেতেও অসুবিধায় পড়বে ইসলামাবাদ। কয়েক মাস আগেই, পাকিস্তানকে ২০০ কোটি ডলার অর্থসাহায্যের প্রস্তাব স্থগিত করে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিরাপত্তা সহায়তা বাবদ ওই টাকা পাকিস্তানকে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ইসলামাবাদের ভূমিকায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট অসন্তুষ্ট হওয়ায় পাকিস্তানকে অর্থসাহায্য আটকে দেয় হোয়াইট হাউস। এই প্রেক্ষিতে, আগামী অর্থবর্ষে মার্কিন বাজেট যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পঞ্চায়েত ভোটের মুখে শক্তি বৃদ্ধি শাসকদলের

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে বড়োসড়ো ভাঙন দেখা দিল সিপিএম ও কংগ্রেস দলে। সিপিএমের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি, ছয় কর্মাধ্যক্ষ, ১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও দুই কংগ্রেস দলের সদস্য সহ মোট ১১জন বাম ও কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিকমহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনাটি চাঁচল মহকুমার হরিশ্চন্দ্রপুর–২ পঞ্চায়েত সমিতির। হরিশ্চন্দ্রপুর–১ পঞ্চায়েত সমিতির মতোই এটিও বামেদের হাতছাড়া হল। সোমবার মালদার নারায়ণপুরে জেলা কর্মী সম্মেলনে তজমুল হোসেন ও হজরত আলির নেতৃত্বে ওই ১১ জন সদস্য জেলার পর্যবেক্ষক তথা রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও সুব্রত বকসির উপস্থিতিতে দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে শাসকদলে যোগ দেন। তৃণমূলে যোগদানকারীরা হলেন হরিশ্চন্দ্রপুর–২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাজকেরা খাতুন, সহ–সভাপতি স্বপন যাদব, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জাকির হোসেন, ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ যষ্ঠীচরণ সাহা, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রাশেদ আলি, মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সাইফুল্লাহ, খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শেখ নাজিম, শিশু ও নারী কল্যাণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ প্রকাশ দাস ও সিপিএমের আরো এক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। অন্যদিকে, কংগ্রেসের এক মহিলা সদস্যা সহ অশোক মণ্ডলও শাসকদলে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি তৃণমূলের। তবে হরিশ্চন্দ্রপুরের কংগ্রেস বিধায়ক মোস্তাক আলম বলেন, ‘শুনেছি কংগ্রেসের মাত্র একজন মহিলা সদস্যা তৃণমূলে গেছে। অশোক মণ্ডল যায়নি। এটা তৃণমূলিরা রটাচ্ছে। আসলে এলাকায় সংগঠন বাড়ানোর মুরোদ নেই, শুধু ঘোড়া কেনাবেচা করতেই ব্যস্ত। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২৬ আসন বিশিষ্ট হরিশ্চন্দ্রপুর–২ পঞ্চায়েত সমিতিটিতে বামফ্রন্ট ১৫, কংগ্রেস ৯ ও তৃণমূল ২টি আসন পেলেও বোর্ড গঠন করে বামফ্রন্ট। সভাপতি হন তাজকেরা খাতুন ও সহ–সভাপতি হন স্বপন যাদব। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন বাম সদস্যরা। তৃণমূল কংগ্রেসের হরিশ্চন্দ্রপুর–২ ও ১ ব্লক সভাপতি হজরত আলি ও তজমুল হোসেনের দাবি, ‘সোমবার বাম ও কংগ্রেসের ১১ জন সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন। আমাদের ২ জন সদস্য ছিল। সব মিলিয়ে আমরা ১৩ জন সদস্য হলাম। দুই তৃতীয়াংশ সমর্থন আমাদের রয়েছে। খুব শীঘ্রই আমরা ওই পঞ্চায়েত সমিতিতে অনাস্থার জন্য মহকুমাশাসকের নিকট আবেদন জানাব। এদিন সদ্য দলত্যাগী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাজকেরা খাতুন ও ভূমি, ভূমিরাজস্ব কর্মাধ্যক্ষ ষষ্ঠীচরণ সাহা একযোগে জানান, বামফ্রন্টে থেকে আমরা জনগণের উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারছিলাম না। দলে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া হত না। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছি। যাতে আগামীতে এই দলে থেকে মানুষের কাজ করতে পারি।’ যদিও হরিশ্চন্দ্রপুরের সিপিএম নেতা তথা জেলাপরিষদ সদস্য শেখ খলিল এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘যারা বামদল ছেড়ে তৃণমূলে গেছে শুধু নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে। কোনোদিনই তাদের স্বপ্ন সার্থক হবে না। মানুষ এর যোগ্য জবাব আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে দিবে। তৃণমূলের ক্ষমতা নেই ভোটে জিতে পঞ্চায়েত সমিতি দখল করার। শুধু অপরের ঘর ভাঙতে ব্যস্ত। তবে তাদের স্বপ্ন পূর্ণ হবে না।’

বিএসএনএল দপ্তরের অস্থায়ী কর্মীর মৃত্যুতে বিক্ষোভ রায়গঞ্জে

রায়গঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রায়গঞ্জ বিএসএনএল দপ্তরের কাজ হারানো অস্থায়ী কর্মী কাজল সরকারের মৃত্যু হল রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। সহকারি কর্মীদের অভিযোগ, দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর বিএসএনএল দপ্তরে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করতেন রায়গঞ্জ শান্তিনগরের বাসিন্দা কাজল সরকার। ২০১৬ সালে বিএসএনএল দপ্তর তাদের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ২০১৬ সালে নভেম্বর মাস থেকে বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনে নামে ওই অস্থায়ী কর্মীরা। কেউ ১৫ বছর তো কেউ ২০ বছর কাজ করেছিল বিএসএনএল দপ্তরে বলে দাবি তাদের। আইএনটিটিইউসি’র পক্ষ থেকে এই সব অস্থায়ী কর্মীদের বকেয়া মেটানো সহ কাজে ফিরিয়ে নেবার দাবিতে আন্দোলন হয়। আইএনটিটিইউসি’র আন্দোলনেও সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেনি বিএসএনএল দপ্তর। কাজ না থাকায় চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়েছেন বিএসএনএল রায়গঞ্জ সার্কেলের প্রায় দেড়শো অস্থায়ী কর্মী। তার মধ্যে ছিলেন কাজলবাবুও। কাজলবাবু দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। কাজ না থাকায় চিকিৎসা খরচ জোগাড় করতে পারেননি। সোমবার রাতে কাজলবাবু পেটের যন্ত্রণা নিয়ে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি হন। রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যায় রায়গঞ্জ পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বরুলা ব্যানার্জি, জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি অরিন্দম সরকার। কাজলবাবুর পরিবারকে সমবেদনা জানান তাঁরা। অরিন্দমবাবু অভিযোগ করেন, বিএসএনএল দপ্তরে দীর্ঘ বঞ্চনা, কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির জন্য বিনা চিকিৎসায় কাজলের মৃত্যু হল। এদিন কাজলের মরদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। এদিন কাজলের মরদেহ তার সহকর্মীরা শিলিগুড়ি মোড় নিয়ে গিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাদের দাবি, অবিলম্বে কাজলের পরিবারকে বিএসএনএল কর্তৃপক্ষের তরফে সাহায্য দিতে হবে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। তাঁদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় আন্দোলনকারীরা। কাজলবাবুর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাসন্তান রয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ কাজলবাবুর স্ত্রী প্রিয়া সরকার। একরত্তি শিশু পৈলমী সরকার তার বাবার মরদেহ আনতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। আইএনটিটিইউসি’র জেলা সভাপতি অরিন্দম সরকার বলেন, ‘অস্থায়ী বিএসএনএল কর্মীদের অবিলম্বে স্থায়ী না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে জেলা শ্রমিক সংগঠন।’

শতাব্দী প্রাচীন মন্দির বাঁচাতে মরিয়া গ্রামবাসী, উদাসীন প্রশাসন

দুলাল অধিকারী

ইটাহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কয়েক শতাব্দী প্রাচীন শিবমন্দির আজ ধ্বংসের মুখে। মোগল আমলের এই ভগ্নদশাপ্রাপ্ত মন্দিরকে হেরিটেজ ঘোষণা করে সংস্কারের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখার দাবিতে বহুদিন থেকেই সরব ছিল এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধি– কেউই তাতে কর্ণপাত পর্যন্ত করেনি। পুণ্য শিবরাত্রির প্রাক্কালে ফের একবার সেই দাবিতেই সরব হল গ্রামবাসীরা। মন্দিরটি সংস্কারের দাবি তুলেছেন ইটাহার কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক সুকুমার বাড়ই ও জেলার বিশিষ্ট ইতিহাস অন্বেষক বৃন্দাবন ঘোষও।

ইটাহার ব্লকের কাপাসিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চূড়ামণ গ্রামে অবস্থিত এই মন্দির। মন্দিরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অভূতপূর্ব এক সম্প্রীতির আবহ। শিব ঠাকুরের গা ঘেঁষেই পির সাহেবের ধ্বজা। গ্রামের মানুষও এই দৃশ্য দেখে আসছে আজন্মকাল। শিবের সঙ্গে পিরকেও আগলে রেখে সম্প্রীতির বিশুদ্ধ বাতাস বড়ো হয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। ‘রাম–রহিম’–এর এই যুগলবন্দি যুগ যুগ ধরে এ গ্রামের মানুষকে শিখিয়েছে সেই মন্ত্র ‘ঈশ্বর আল্লাহ তেরো নাম...’।

চূড়ামণ শিমূল–পলাশে ঘেরা ছোট্ট জনপদ। হাঁড়ি–পাটনী, ব্রাহ্মণ–বৈষ্ণব, জেলে–কোচ সব সম্প্রদায়েরই সঙ্গে বাস এই গ্রামে। ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ পূর্ব যুগে চূড়ামণ ছিল উন্নত ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। যদিও সেই ঐশ্বর্য এখন আর নেই। জমিদারি উচ্ছেদ হয়েছে বহুকাল আগে। মহানন্দার করাল গ্রাসে চলে গেছে জমিদার প্রাসাদ। তবে এখনও টিকে আছে সেই ঐতিহ্য। সম্প্রীতির ইতিহাস। যা আজও এই গ্রামের অলঙ্কার, অহঙ্কারও।

ভারতবর্ষ তখন মোগলদের শাসনাধীন। দিল্লির সিংহাসনে তখন সম্রাট আকবর। চূড়ামণের তৎকালীন জমিদার ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে জমিদার বংশের দশম পূর্বপুরুষ জগৎবল্লভ রায় চৌধুরি প্রাসাদ চত্বরে প্রতিষ্ঠা করেন একটি দুর্গামন্দির। আর প্রায় সমসাময়িককালে প্রাসাদের বাইরে প্রজাদের জন্য তৈরি করে দেন সুদৃশ্য স্থাপত্যের একই শিবমন্দিরও। জমিদার বাড়ির বর্তমান দুর্গামণ্ডপ থেকে কয়েক হাত দূরেই ভগ্নপ্রায় সেই প্রাচীন শিবমন্দির আজও ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে কোনোক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিবছর শিবরাত্রিতে এই মন্দিরে জল ঢালতে আসেন গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা। এই মন্দিরে পুজো না দিয়ে গ্রামের কোনো বাড়িতে শুভকাজ হয় না। মন্দির ছুঁয়ে রয়েছে একটি পূরের ধ্বজা। দুর্গাপুজোর সময় প্রতিবছর দশমীর দিন এই ধ্বজা পালটানো হয়। প্রচলিত রীতি মেনে জমিদার বাড়ির সদস্যরাই সেই আয়োজন করেন। স্থানীয় মৌলবি বা সাধারণ কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে তাঁকে দিয়েই আস্ত একটি কাঁচা বাঁশের গায়ে তেল–সিঁদুর মাখিয়ে মাথায় বাঁধা হয় লাল শালুকাপড়। তারপর সেই পীরের ধ্বজা উত্তোলন করা হয় মন্দিরের দেওয়াল ঘেঁষে। ধূপ–ধুনো দিয়ে সিন্নির মন্ডা, বাতাসা বিতরণ করা হয় গ্রামবাসীদের মধ্যে।

প্রাচীন এই শিবমন্দিরকে ঘিরে গ্রামের মানুষের আবেগ অপরিসীম। ফলে এমন এক মন্দিরকে চোখের সামনে ধ্বংস হতে দেখে মন ভালো নেই গ্রামবাসীদের। মেনে নিতে পারছেন না কেউই। তাঁরা চাইছেন, সংস্কার করে মন্দিরকে বাঁচিয়ে তোলা হোক। গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা অশীতিপর পূর্ণচন্দ্র দাস বলেন, ‘জ্ঞান হওয়া থেকে আমরা এই মন্দির দেখে আসছি। আমাদের বাপ–ঠাকুরদারও জন্মের আগে থেকে এই মন্দির ঘিরে গ্রামের মানুষের আবেগ এখনো একইরকম। কিন্তু মন্দিরটি আর হয়তো বেশিদিন দাঁড়িয়ে থাকবে না। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই গ্রামের এক প্রাচীন ঐতিহ্য। অবিলম্বে মন্দিরটি সংস্কার করে বাঁচানো দরকার।’

জেলার বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক বৃন্দাবন ঘোষ বলেন, ‘আমি নিজের উদ্যোগে দু’বার রাজ্য হেরিটেজ কমিশনকে চিঠি লিখে মন্দিরটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছি। স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিষদের কাছেও সেই প্রস্তাব রেখেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কেউ তাতে কর্ণপাত করেনি। এমন কয়েক শতাব্দী প্রাচীন একটি মন্দির ধ্বংসের মুখে চলে যাওয়া মানে ইতিহাসকে মুছে ফেলা। সরকারের উচিত এদিকে নজর দেওয়া।’

ইটাহার কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক সুকুমার বাড়ই বলেন, ‘এভাবে একটা ইতিহাসকে মাটিতে মিশে যেতে দেওয়ার অর্থ শেকড়কে ভুলে যাওয়া। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই ইতিহাস ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। রাজ্য হেরিটেজ কমিশন তো কত মন্দির, বাড়ি নিজেদের হাতে নিয়ে সংস্কার করছে। তাহলে এই মন্দিরটি কেন তাদের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। আমি একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে মনে করি, এই ইতিহাসকে টিকিয়ে রাখা ভীষণ প্রয়োজন।’

শিব ঠাকুরের গা ঘেঁষে রয়েছে পিরের মাজার

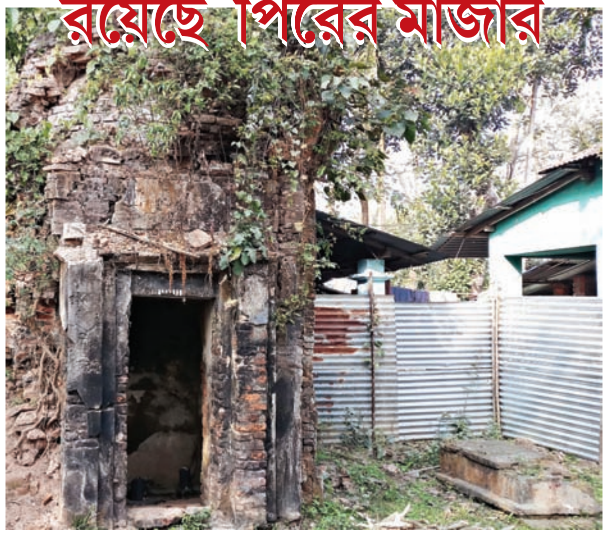

ইটাহারের চূড়ামণ গ্রামে মোগল আমলের শিবমন্দির।– প্রতিবেদক